দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ AUG. 30 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

কওমী মাদ্রাসা : অবদান ও স্বীকৃতি

সৈয়দ শামছুল হুদা

সমকাল

পটভূমি : বর্তমান বাংলাদেশে বহুল আলোচিত অন্যতম একটি দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থার নাম কওমী মদ্রাসা। এর রয়েছে গৌরবময় অতীত। বৃটিশ খেদাও আন্দোলনের একটি পর্যায়ে কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে সমুন্নত রাখতে ভারতের ইউপি প্রদেশে ১৮৬৬ সালে আল্লামা আবুল কাশেম নানুতুবী (রঃ)-এর দিকনির্দেশনায় দেওবন্দ এলাকায় সেদিন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল কালের প্রবাহে আজ সে ধারাটিই কওমী মদ্রাসা নামে পরিচিত। বৃটিশের শিক্ষা কারিকুলামের কোন কিছু গ্রহণ না করে একটি যুগোপযোগী, যোগ্য আলেম তৈরীর নব উদ্যোগ ও চেতনা নিয়ে সেদিন যে সিলেবাস প্রণীত হয়েছিল তা ছিল যথার্থ। এর প্রমাণ বহন করে তৎকালীন যুগের আলেমদের অগ্রণী ভূমিকা। এমন একদল যোগ্য, মেধাবী, কর্মঠ, নির্লোভ, মুত্তাকী, মুখলেস, গবেষক, লেখক আলেম তৈরী হয়েছিল যারা যোগ্যতার মাপকাঠিতে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এ কথা উচ্চারণ করেছেন যে, স্পেন ও ভারত সমসাময়িককালে মুসলমানদের করায়ত্তে এলেও সমসাময়িককালেই মুসলমানদের হাতছাড়াও হয়ে যায়। কিন্তু স্পেনকে সম্পূর্ণরূপে মুসলিমশূন্য করা গেলেও ভারতে আজ মুসমানদের বিশাল সংখ্যাধিক্য রয়ে গিয়েছে। দুই দুইটি মুসলিম স্বাধীন দেশের সৃষ্টি হয়েছে। শুধুমাত্র ভারতের বুকেই রয়েছে প্রায় ২০ কোটি মুসলমান। এর ব্যতিক্রমের পেছনে যাদের রয়েছে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান তারা হলেন দেওবন্দকেন্দ্রিক শিক্ষাধারার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বাংলাদেশে কওমী মাদ্রাসা

দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষা কারিকুলাম অনুসরণ করে বাংলাদেশে অসংখ্য কওমী মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রায় ৩৫ বৎসর পর সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে আল্লামা হাবিবুল্লাহ (রহঃ), আল্লামা আঃ হামীদ (রহঃ) আল্লামা যমীর (রহঃ) প্রমুখ নিবেদিতপ্রাণ খালেস আল্লাহওয়ালাদের গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে গড়ে ওঠে আজকের হাটহাজারী। এটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন মদ্রাসা। বিশাল ভূসম্পদের ওপর ব্যাপক অবকাঠামো নিয়ে সগৌরবে এখনো বাংলার আনাচে-কানাচে জ্ঞানের আলো বিকিরণ করে চলছে এই মাদ্রাসাটি। বাংলাদেশের এমন কোন জেলা-উপজেলা পাওয়া যাবে না যেখানে হাটহাজারী মদ্রাসার ২/৫ জন আলেম-উলামা নেই। শুধুমাত্র জনগণের আন্তরিকতা, সাহায্য-সহযোগিতায় মাদ্রাসাটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

দ্বীনি চেতনা, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হওয়ার অনুভূতি, দা'য়ী ইলাল্লাহ হওয়ার গভীর আকাংক্ষা ও দায়িত্ববোধের প্রেক্ষিতে হাটহাজারী মদ্রাসার ধারাক্রম ওখানেই সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। আজ সরকারের হিসাব মতে বাংলাদেশে ছোট-বড় প্রায় ২০ (বিশ) হাজার কওমী মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। এর প্রতিটির সাথে কোন না কোনভাবে হাটহাজারী মদ্রাসার গভীর হৃদ্যতা রয়েছে। আজকের বাংলাদেশে যে কোন জেলা শহরে গেলে বড় বড় কওমী মদ্রাসা দেখা যায়। চট্টগ্রামের পটিয়া, জিরি, বাবুনগর, নাজিরহাট, দারুল মা'আরিফ, লালখান বাজার, ঢাকার রাহমানিয়া, লালবাগ, মালিবাগ, যাত্রাবাড়ী, নুরিয়া, গোপালগঞ্জের গওহরডাঙ্গা, কিশোরগঞ্জের জামিয়া এমদাদিয়া, ময়মনসিংহের জামিয়া ইসলামিয়া, জামিয়া আরাবিয়া বালিয়া, বগুড়ার জামিল মদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামিয়া ইউনুসিয়া, বরিশালের মাহমুদিয়া, সিলেটের কাজিরবাজার, মাদারীপুরের জামিয়াতুস সুন্নাহসহ অসংখ্য কওমী মদ্রাসা রয়েছে, যেগুলোকে দেখলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমপর্যায়ের মত মনে হয়। ছাত্র শিক্ষক অবকাঠামো মিলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে

অপূর্ব মনোরম পরিবেশ। শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের দান-অনুদানে এ সকল দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নেই কোন প্রকার দুর্নীতি, নকলের মহোৎসব, সন্ত্রাস, রাহাজানী, ছল-ছাতুরী আর চাতুর্যপনা। এই সকল মদ্রাসাগুলোকে কেন্দ্র করে যে সকল মহামানবের জন্ম হয়েছে তাদের কাছে এ দেশ চিরদিন ঋণী হয়ে থাকবে। এ দেশের কৃতী সন্তান মাওঃ আতহার আলী, খতিবে আযম সিদ্দীক আহমদ, মাওঃ শামছুল হক ফরিদপুরী, ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম, মাওঃ নুর মুহাম্মদ আজমী, মুফতি ফায়জুল্লাহ, মাওঃ আবুল হাসান (তানজীমুল আশতাত রচয়িতা), মাওঃ মুশাহিদ আলী বুয়ামপুরী, মাওঃ শামছুল হুদা পাঁচবাগী, মাওঃ আঃ রশীদ তর্কবাগীশ, মাওঃ হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ)সহ হাজার হাজার দেশবরেণ্য আলেম যাদের ইখলাস, দেশপ্রেম, সততা নিয়ে তাদের কোন শত্রুরা পর্যন্ত প্রশ্ন তোলার সাহস রাখে না। তাদের সৃষ্টি হয়েছে এ দেশের কওমী মদ্রাসাগুলোকে কেন্দ্র করেই। এদের অবদান জাতি সবসময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

মোট কথা, বাংলাদেশের এই বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে ইসলামের আলো যারা সমুজ্জ্বল করে গেছেন তাদের অধিকাংশ কওমী মদ্রাসাসমূহের সুযোগ্য সন্তান। কওমী মদ্রাসাগুলো যেহেতু জাতির সাহায্য-সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে সেজন্য সবসময়ই কওমী মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শিক্ষকগণ জাতিকে দ্বীনের পথে

পরিচালিত করার জন্য সচেষ্ট থেকেছেন। বিভিন্নভাবে তারা চেষ্টা করেছেন কি করে এ দেশে দ্বীন টিকিয়ে রাখা যায়। এ দেশের মানুষকে দ্বীনি জ্ঞান দেওয়া যায় তার জন্য অনবরত চেষ্টা করেছেন।

কওমী মদ্রাসার অবদান

বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে একটি উন্নত, উদার, অসাম্প্রদায়িক মডারেট মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত। মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যতম। বাংলাদেশে যত সরকার প্রধান গত হয়েছেন সকলের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতির যে স্পৃহা পরিলক্ষিত হয় এর জন্য সবচেয়ে বড় অবদান কওমী মদ্রাসাসমূহের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা-পরবর্তী বৎসর পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে সগৌরবে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের অংশগ্রহণ হিসেবে ঘোষণা, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস' শব্দ সংযোজন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও শুক্রবার ছুটি ঘোষণার মধ্যে রয়েছে এ দেশের কওমী আলেমদের প্রেরণা ও নেপথ্য উৎসাহ।

এ দেশের সকল জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ, ইসলামী আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনসহ ধর্মীয় পরিভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহারের পেছনে সমাজ জীবনে কওমী মদ্রাসার সুগভীর সম্পর্কের কথাই প্রকাশ করে। বলতে চাই, এগুলো কওমী মদ্রাসার পরোক্ষ চাপের বহিঃপ্রকাশ। কারণ এ দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদের ইমাম/মোয়াজ্জিনদের গড়ে তুলেছে এ দেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহ। এ দেশের সর্ববৃহৎ দ্বীনি অরাজনৈতিক সংগঠন তাবলীগ জামায়াত

পরিচালনা করে এ দেশের কওমী আলেমগণ। তাবলীগ জামাতে বিশাল অনুসারীবৃন্দ, দুই লক্ষাধিক মসজিদের ইমাম/ মোয়াজ্জিনদে নিয়ে যে বিশাল শক্তি সেটাকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবি করে এ দেশে কওমী আলেমরাই। উপরন্তু প্রতিটি মসজি সকালের মক্তবের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে কোরআনের শিক্ষা প্রসার করছে এ দেশের কওমী আলেমগণ। আজকের প্রশাসনে যা কিছু ভাল মানুষ পাওয়া যায় তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে ও লোকটির ওপর কোন না কোনভাবে কওমী মদ্রাসার কো আলেমের প্রভাব রয়েছে। এছাড়াও সমাজে শৃংখলা আনয় মানুষকে সৎ পথে চলতে উদ্বুদ্ধকরণ, জুমআর খুতবার মাধ্য মানুষদের ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা দান, সুখে দুঃখে সাধার মানুষের পাশে অবস্থান করা, তাদের খোঁজ-খবর নেয়া ইত্যা বিভিন্ন দিক দিয়ে তারা সব সময় দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

কওমী মদ্রাসার স্বীকৃতি

বিভিন্ন কারণে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এ দেশের পত্র পত্রিকাসমূহ কওমী মদ্রাসা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপা করে। এ দেশের আলেমগণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকলে তাদেরকে জাগতে বাধ্য করে এ দেশের কতিপয় পত্রিকা ও মিডি চ্যানেল। কওমী আলেমদের জোর করে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুল এই পত্রিকাগুলো। উলামাদের বাধ্য করছে নিজেদের অবস্থান নি ভাববার। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙ্গে কওমী মদ্রাসাসমূহকে কওমে সামনেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করি দেয়া হয়েছে। পত্রিকাসমূহ অনবর অতিরঞ্জিত রিপোর্ট প্রকাশ করে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র/শিক্ষকদের হেয়প্রতিপ করতে সচেষ্ট হয়। অবশ্য এর কারণ আছে। যে সংগ্রাম ও বিপ্লবের চেতনা বুকে ধারণ করে দারুল উলুম দেওবন্দ তথা কওমী ধারার মূল কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ত থেকে আজও কওমী মদ্রাসাসমূহ বিচ্যু হয়নি। দ্বীন, আখলাক, জাতি ও রাষ্ট্রে বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবা দিতে সব সময়ই কওমী মাদ্রাসাসমূ সোচ্চার থেকেছে। এ দেশ থেকে বৃটি বিতাড়িত হলেও তারা আবার নতুন রূপে নতুন নামে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদে এ দেশীয় প্রেতাত্মারা বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। কওমী আলেমদের উপস্থি তাদের জন্য বড়ই জ্বালাকর, পীড়াদায়ক সেজন্যই পরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা চালিয়ে ঘোলা পানিতে তারা মাছ শিকার করতে চায়। কিন্তু বিধিবাম, হিতে বিপরীত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে চার চারজন কওমী ধারার সাংসদ রয়েছেন তৈরী হয়েছে অসংখ্য ইসলামী দল। যে কোন সময় এদের বৃহত্ত ঐক্য ওই সমস্ত মতলববাজদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে সক্ষম উলামায়ে কেরাম তাদের অব্যাহত অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের জবাব দিতে পরিবর্তনে প্রয়াসী হন। তারা কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি আন্দোলন শুরু করেন। নিজেদের ভুল বুঝতে সক্ষম হন। ঢাকা রাজপথে বিশাল বিশাল মিছিল বের করেন। বিশ হাজার কওমী মাদ্রাসার প্রায় ৪০ লাখ ছাত্র শিক্ষক প্রচারকের ভূমিকা পাল করেন। তারা বুঝতে সক্ষম হন যে, আমাদের এখন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে স্বীকৃতির প্রয়োজন। শুধু কওম নয়, এখন রাষ্ট্রেরও স্বীকৃতি প্রয়োজন। কারণ রাষ্ট্র এখন বৃটিশের নয়, রাষ্ট্র এখন আমাদের, দেশ আমরা চালাই, আমরা এখন রাজপথ থেকে পার্লামেন্টে। সর্বত্র আমাদের পদচারণা। অতএব আর হীনমন্যতা নয়, পশ্চাদগামী মনোভাব নয়। এবার এগিয়ে যাবার পালা।

সম্প্রতি সরকার কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা দিয়েছে, যা আরো আগে হওয়া দরকার ছিল। পরিশেষে কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানাব– তোমরা জেগে ওঠ। পরিস্থিতির সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি নাও। আর দুশ্চিন্তা নয়, পশ্চাৎমুখী চিন্তা নয়, এদিক-ওদিক যাওয়ার ব্যাকুলতা নয়। আমাদের দেখে আর কেউ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য দৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না। পোশাক-পরিচ্ছদ, চলনে-বলনে, চিন্তায় মননে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। ইসলামই হবে আগামী দিনের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। আমরা এর অংশীদার হতে চাই। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন।